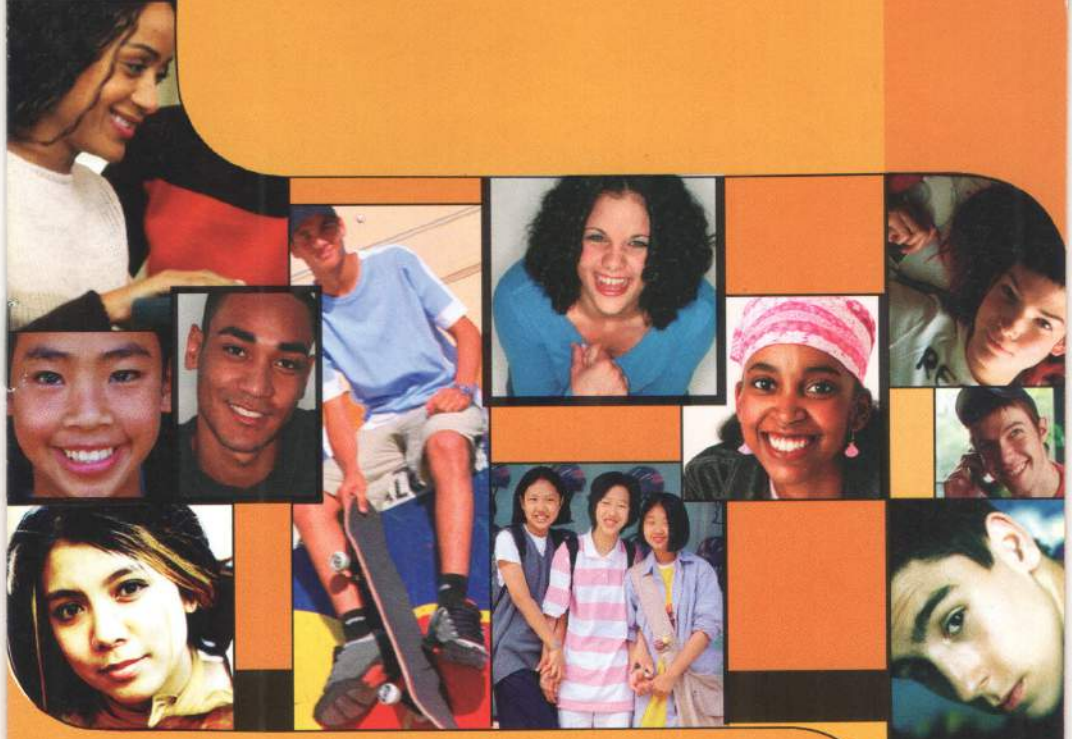

# মেধা সম্পদ বিষয়ক আপনার নিজস্ব ভূবন

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

# মেধা সম্পদ বিষয়ক আপনার নিজস্ব ভূবন

## সূচি


ভূমিকা ১

কপিরাইট ২

পেটেন্ট ৪

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ৬

ট্রেডমার্ক ৮

ভৌগোলিক পরিচিতি ৯


**সতর্কতামূলক ঘোষণা ঃ** এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত তথ্য কোনোভাবেই পেশাগত আইনি সহায়তার বিকল্প কিছু নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা প্রদানই এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য।


*WIPO স্বত্ব (২০০৬)আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা ম্যাকানিক্যালি, যে কোনো আকার বা ভাবে ব্যবহার বা বিতরণ করা যাবে না।*

This publication has been translated and reproduced with the permission of the World Intellectual Property Organization (**WIPO**), the owner of the copyright, on the basis of the original English language version. The Secretariat of **WIPO** assumes no liability or responsibility with regard to the translation and transformation of the publication.



This translated publication was financed under the **EU-WIPO** Intellectual Property Rights Project for Bangladesh


European Union

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

## মেধা সম্পদ বিষয়ক আপনার নিজস্ব ভূবন

আপনি জানেন কি, মেধা সম্পদ (IP) সবসময় আপনার সঙ্গেই আছে? যে কোন একটি দিনে গড়পড়তা একজন ছাত্রের পরিধেয় পোশাক থেকে শুরু করে ব্যাগে থাকা বই, গানের সিডিসহ আশপাশের সব পণ্যই মেধা সম্পদে পরিপূর্ণ। আপনার জগতের সবখানেই যে মেধা সম্পদ উপস্থিত তা হয়ত আপনি উপলব্ধিই করেন না।

মেধা সম্পদ কী? মানুষের ভাবনাজাত সৃষ্টিই মেধা সম্পদ, এটা তার সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল। জীবনের প্রতিটা দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ সম্পদ আমাদের সাথে আছে– যখন স্কুলে থাকি তখন, যখন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই তখন, এমনকি আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও। মেধা সম্পদ দুই ধরনের। প্রথমটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি, যার মধ্যে রয়েছে উদ্ভাবন (পেটেন্ট), ট্রেডমার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (শিল্প নকশা) এবং ভৌগোলিক পরিচিতি (জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন)। অন্যটি হচ্ছে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার, এর মধ্যে রয়েছে লিখিত, প্রদর্শিত এবং ধারণকৃত সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজের বিশাল পরিমন্ডল। মেধা সম্পদের নানা দিক এবং প্রত্যেকের জীবনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জানতে হলে পড়তে থাকুন এই পুস্তিকা।

# মেধা সম্পদ বিষয়ক আপনার নিজস্ব ভূবনে স্বাগত

# কপিরাইট

আইনের পরিভাষায় কপিরাইট এমন একটি শব্দ যা শিল্প ও সাহিত্য কর্মের ব্যাপ্ত পরিসরে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক বা উদ্ভাবকের অধিকার ব্যাক্ত করে। কপিরাইট শিল্পী, সাহিত্যিক বা উদ্ভাবককে তার সৃষ্টকর্ম ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে, অন্যকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে উদ্ভাবনের উপর নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা লাভ এবং অর্থ উপার্জনের অধিকার প্রদান করে। কাজের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কপিরাইট শিল্পী, সাহিত্যিকদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে। অধিকন্ত কপিরাইট সম্পর্কিত অধিকারসমূহ ললিতকলার সঙ্গে জড়িত শিল্পী (যেমনঃ সংগীত শিল্পী, অভিনেতা) প্রযোজক ও সম্প্রচার সংস্থার অধিকার সংরক্ষণ করে।

কপিরাইট এবং এর আর্থিক সুবিধা সাধারণত শিল্পী, সাহিত্যিক বা উদ্ভাবকের মৃত্যুর পর ৫০ বছর পর্যন্ত বহাল থাকে এবং কোনো কোনো দেশে এ অধিকারগুলো সংশ্লিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিকের মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ ৯০ বছর পর্যন্ত বহাল থাকে। কপিরাইটের সময়সীমা শেষ হলে সৃষ্টিকর্ম পাবলিক ডমেইন-এ চলে আসে অর্থাৎ সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং বিনা পয়সায় তা কপি করা যায়। তবে সাহিত্য বা শিল্পের স্রষ্টা হিসেবে সাহিত্যিক বা শিল্পীর নাম চিরকালই বহাল থাকবে।

লেখা চুরি ও নকল (পাইরেসি) এর মাধ্যমে কপিরাইট স্বত্ত্বাধিকারীদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, এভাবে অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিই শিল্পী সাহিত্যিকদের সবচাইতে বেশি আতঙ্কিত করে। ইন্টারনেটে পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্ক ও ফাইল শেয়ারিং নিয়ে সাম্প্রতিক যে বিতর্ক চলছে তাকে আসলে কপিরাইট লঙ্ঘন ও পাইরেসি ইস্যু এর উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপিরাইট স্বত্বাধিকারীরা তাদের সৃষ্টিকর্ম ব্যবহারের জন্য এখান থেকে কোনো আর্থিক সুবিধা পান না।

পিঠে ঝুলানো ব্যাগ (ব্যাক প্যাক) গোটাটাই মেধা সম্পদে ভর্তি। এই ব্যাগের ভেতরে দেখা যাবে সব ধরনের কপিরাইটকৃত জিনিসপত্র, যেমন বই, সফটওয়্যার, সিডি।

প্রতিটি সিডিতে ধারণকৃত সঙ্গীত এবং সিডির উপরের শিল্পকর্ম উভয়ই কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত।

বইয়ের মধ্যে থাকা শব্দগুলো কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত, বইয়ের প্রচ্ছদ ও ভেতরের কারুকাজও তাই।

# পেটেন্ট

পেটেন্ট উদ্ভাবনকে সুরক্ষা করে এবং এর মালিককে এটা ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। অর্থাৎ, পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন পেটেন্ট মালিকের অনুমতি ছাড়া তৈরি, ব্যবহার, বিতরণ বা বিক্রি করা যায় না। সাধারণত ২০ বছরের জন্য পেটেন্ট সুরক্ষিত থাকে। মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষাও শেষ হয় এবং তারপর সেই উদ্ভাবনটি জনসাধারনে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যরা তাদের নিজেদের স্বার্থে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করতে পারে।

পেটেন্ট কেবল সুরক্ষাই প্রদান করে না, স্বীকৃতি প্রদান এবং বস্তুগত পুরস্কার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে, উদ্ভাবককে নতুন উদ্ভাবনে অনুপ্রেরণা যোগায়, সেই সাথে বিশ্বের কারিগরী জ্ঞান ভান্ডারকেও সমৃদ্ধ করে। আইন অনুযায়ী পেটেন্ট মালিকরা তাদের উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারন্যে প্রকাশ করতে বাধ্য থাকেন, যে তথ্যগুলো অন্যান্য উদ্ভাবকদের জন্য মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কাজ করে, পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গবেষক ও উদ্ভাবকদের অনুপ্রেরণাও প্রদান করে। উদ্ভাবককে তার কাজের মাধ্যমে জীবন ধারনের আয় উপার্জনে সহয়তা করে পেটেন্ট। অন্যান্য অধিকারের মত পেটেন্ট অধিকারও বিনিময়যোগ্য; এটা কেনা যায় এবং প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর বাইরে অন্যদের কাছে বিক্রিও করা যায়। যেমন, যদি কোনো পেটেন্ট মালিক নিজ উদ্যোগে তার উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদন বা বিপণন করতে সক্ষম না হন তাহলে তিনি পেটেন্টের অধিকার এমন কোন কোম্পানিকে হস্তান্তর করতে পারেন, যারা পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের কাজটি করতে সক্ষম।

ঘড়ি হচ্ছে এমন জিনিস যা প্রত্যেকদিনই পরতে হয়, কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি মেধা সম্পদের কাঁচামাল, চিন্তা, উদ্ভাবনী কৌশল ও সৃষ্টিশীলতা, কতটা ব্যয় হয়েছে এই ঘড়ি উন্নয়নে? মেধা সম্পদের কাঁচামাল– এই ঘড়ি উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে? ডিজিটাল ডিসপ্লে, কব্জা ও ডায়ালের পেটেন্ট থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন হিসেবে রয়েছে ঘড়ির আকর্ষণীয় চেহারা এবং বেল্ট। সবকিছু মিলিয়ে একটি ঘড়ি মেধা সম্পদে ভর্তি। এছাড়া ঘড়ির সম্মুখ ভাগে দৃশ্যমান কোম্পানির ট্রেডমার্কটি ঘড়ির একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক ও মূল্যবান বৈশিষ্ট্য।

সৌজন্যে : সুইচ এজি ২০০৪

প্রায় প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই মেধা সম্পদের উপাদান রয়েছে। এমনকি আপনার পায়ের স্যান্ডেলের 'আরামদায়ক ব্যবস্থা' ও 'উত্তোলন শক্তি' দুটোই পেটেন্টকৃত, পাশাপাশি স্যান্ডেলের ফিতা ও সোলের আকারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন। কোম্পানি ট্রেডমার্কও দেখা যাবে স্যান্ডেলের কোথাও না কোথাও, যা পণ্যটিতে মূল্য ও আবেদন যোগ করে থাকে।

আপনার প্রিয় জিন্‌সেরও প্যান্টটিও যে মেধা সম্পদের অংশ হতে পারে তা বোধ করি কখনও ভেবে দেখেন নি। জিন্‌সের প্যান্টের সঙ্গে রয়েছে পেটেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক। প্রথমত, জিপার হচ্ছে পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন, অন্যদিকে রিভেট বা বল্টু, তালি (প্যাঁচ) এবং স্বাতন্ত্র্যমূলক সেলাই সবকিছুই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের অংশ। সবশেষে, জিন্সের একাধিক জায়গায় যদি নাও থাকে অন্তত এক জায়গায় থাকবে কোম্পানির ট্রেডমার্ক।

# ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সাধারনত ডিজাইন নামেও পরিচিত। এটি হলো একটি বস্তুর আলঙ্কারিক বা নান্দনিক দিক। এটা বস্তু বা পণ্যকে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে তোলে, আর এভাবে পণ্যটিতে বাণিজ্যিক মূল্য সংযোজন করে। এ কারণেই সেগুলো নিবন্ধিত ও সুরক্ষিত। নিবন্ধনকৃত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের মালিক সেই ডিজাইনের অননুমোদিত নকল বা অনুরূপতার বিরুদ্ধে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। এই ধরনের সংরক্ষণ শিল্প-কলকারখানার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারু শিল্পের সৃষ্টিশীলতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। তাছাড়া, আরও উদ্ভাবনশীল এবং নান্দনিকভাবে আকর্ষণীয় পণ্যের প্রসারে সহায়তা করে, আর এভাবে ভোক্তাকে আরো বেশি পছন্দের সুযোগ করে দেয়।

একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনও ট্রেডমার্কের মত কাজ করতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট আকার বা চেহারা সম্বলিত একটি পণ্যকে সহজেই ট্রেডমার্ক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ কারণে এটা পণ্যের বাণিজ্যিক মূল্য বাড়াতেও সহায়তা করে। এছাড়া, এসব ডিজাইনের কারণেই আজ আমরা যেসব পণ্য ব্যবহার করছি সেগুলো আরো বেশি কার্যকর, আরো বেশি আকর্ষণীয় রূপ এবং আমাদের নিত্য পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাজারে হাজির হচ্ছে। জুতা থেকে কম্পিউটার সব ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন করার প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি সানগ্লাসকে উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। যে পদ্ধতিতে সানগ্লাসের ফ্রেম তৈরি হয় বা যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করে লেন্সে রঙের ছোপ দেয়া হয় (পেটেন্টকৃত পদ্ধতি) তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফ্রেমের ডিজাইন এবং লেন্সের আকৃতি। যেহেতু অধিকাংশ সানগ্লাসেই ট্রেডমার্কটি সিলের আকারে খুব ছোট আকৃতিতে থাকে সেহেতু সানগ্লাসের সামগ্রিক নান্দনিক চেহারাটাই এখানে মূল্য সংযোজন করে। এ নান্দনিক চেহারাটাই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন।

ভোক্তাদের কাছে একটি সেলফোন কতটা আকর্ষণীয় হবে বা কিভাবে এই ফোনটি কাজ করবে তার সঙ্গে ওই সেলফোনের আকার, আকৃতি, রঙ ও সামগ্রিক চেহারা একেবারে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সেলফোনের চেহারাটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন। এন্টেনা, মাইক্রোফোন, স্পিকার এবং অভ্যন্তরীণ চিপগুলো পেটেন্টের মাধ্যমে সুরক্ষিত। তাছাড়া, একটি ফোন সাধারণত নিজেই নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের ট্রেডমার্ক বহন করে।

এরকম একটি ছোট্ট জিনিসের মধ্যে এতগুলো মেধা সম্পদ লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারনা আছে কি?

# ট্রেডমার্ক

ট্রেডমার্ক হচ্ছে কোন পণ্য বা সেবায় ব্যবহৃত স্বাতন্ত্র্যমূলক প্রতীক বা চিহ্ন যা অনুরুপ অন্য কোনো পণ্য ও সেবা থেকে এটাকে আলাদা করে। একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক তার মালিককে পণ্য বা সেবা চিহ্নিত করতে এই মার্কা ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। নিবন্ধিত মার্কের মালিক অন্য কাউকে সেটা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে পারেন। (একটি ট্রেডমার্কের মেয়াদ সাধারণত ১০ বছর, কিন্তু এটি বারবার নবায়নের সুযোগ থাকে)। ভোক্তারা যেহেতু নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু ট্রেডমার্কের সম্পর্ক চিহ্নিত করে থাকেন সেহেতু ট্রেডমার্ককে ঘিরে মর্যাদা ও সুনামের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দারুন চাহিদাসম্পন্ন একটি পণ্যের ট্রেডমার্ক সনাক্তযোগ্য মার্ক হিসেবে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে। ব্যাপক পরিচিত মার্কটির ব্যবহার এ পণ্যের মূল্যমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; অন্যকোন পণ্যে মার্কটি ব্যবহৃত হলে সে পণ্যের মূল্যমানও বৃদ্ধি পায়। একটি পণ্যের ভাবমূর্তি বা স্টাইল তৈরিতেও ট্রেডমার্ক ব্যবহৃত হতে পারে।

আজকের দিনে ট্রেডমার্ক মালিকদের জন্য বড় হুমকি হচ্ছে নকলমার্ক। নকলকারীরা একটি স্বীকৃত ট্রেডমার্কের সুনামের ছদ্মবেশে নকল পণ্য বিক্রি করতে অবৈধভাবে নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে থাকে। যেমন, পোশাক বা আনুষঙ্গিক উপকরণের মত নকল ভোগ্যপণ্য বিভিন্ন স্বীকৃত ট্রেডমার্ক ব্র্যান্ডের নামেই পাওয়া যায়, ঐসব নকল ভোগ্যপণ্য প্রকৃত ট্রেডমার্কের পণ্যের মত একই মানের ও শিল্প নৈপূণ্যের হয় না।

পিঠে ঝুলানোর ব্যাগে (ব্যাকপ্যাক) থাকে একটি কোম্পানির ট্রেডমার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (চেহারা, আকৃতি, রঙ), আরো থাকে পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনগুলো যেমন বেল্ট/চেইন এবং পানি নিরোধকতা। এসব উপাদানের অনেকগুলো একটি ব্র্যান্ডকে অন্য একটি ব্র্যান্ড থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে।

সিডি প্লেয়ার মানেই হচ্ছে একগুচ্ছ মেধা সম্পদ। এর ট্রেডমার্ক (কোম্পানির লগো), রেকর্ড ও প্লেব্যাক প্রক্রিয়ার পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন, এমনকি সিডি প্লেয়ার কেসিংয়ের নান্দনিক আকার ও চেহারা (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন) সবই মেধা সম্পদের সুরক্ষিত আদল বা ফর্ম।

# ভৌগোলিক পরিচিতি

ভৌগোলিক উৎসের কারনে যেসব পণ্যের মাঝে প্রায় অভিন্ন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে সে সব পণ্যের ক্ষেত্রে উৎস সম্পর্কিত ভৌগোলিক পরিচিতি (Geographical indications of source) ব্যবহৃত হয়। ভৌগোলিক অঞ্চলের নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এসব পণ্যে প্রায়শ একটি বিশেষ মান বা বৈশিষ্ট্যমূলক সুনাম থাকে এবং এ কারণেই দেশের বিভিন্ন জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে এগুলো সুরক্ষিত থাকে। উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের শ্যাম্পেন অঞ্চলের বুদ্বুদ ওঠা মদ শ্যাম্পেন নামেই পরিচিত, অন্যদিকে অন্যত্র তৈরি একই ধরণের পণ্য কেবল বুদ্বুদ ওঠা মদ হিসেবেই স্বীকৃত।

উৎসের ভৌগোলিক পরিচিতির দারুন একটি উদাহরণ হচ্ছে সুইস চকোলেট। আশা করা হয় সুইজারল্যান্ডে প্রস্তুত চকোলেট স্বাদ ও মানে একটি নির্দিষ্ট মান পূরণ করবে, সুইজারল্যান্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যই এমনটা মনে করা হয়। ভৌগোলিক পরিচিতির অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে জ্যামাইকার কফি, মেক্সিকোর কিছু অঞ্চলের তৈরি টাকিলা।

**আপনার প্রতিদিনকার জীবনকে মেধা সম্পদ কিভাবে প্রভাবিত করে তার কয়েকটি নমুনা এতক্ষণ দেখলেন আপনি, তাহলে একবার ভেবে দেখুন মেধা সম্পদ আপনার ও আপনার ভুবনে কতটা প্রয়োজনীয়। এটা ছাড়া আমাদের এ বিশ্ব হয়ে পড়বে অনাকর্ষণীয়। একারণেই, যারা সৃষ্টি করেন, নতুন কিছু উদ্ভাবন করেন সবাই মিলে একসাথে তাদের অধিকার রক্ষা করা প্রয়োজন। সৃষ্টিশীলতাই হচ্ছে এ বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক সম্পদ। এটা নষ্ট করা আমাদের উচিত হবে না।**

**পরের বার যখন ইন্টারনেট থেকে বিনা পয়সায় গান ডাউনলোড করতে চাইবেন বা নকল জিন্স কিনতে চাইবেন, তখন একবার শিল্পী বা স্রষ্টার কথা ভাববেন, যিনি আপনার পছন্দের এ গানটি তৈরি করতে অথবা আপনার পছন্দের জিন্সটি ডিজাইন করতে কত কষ্টই না করেছেন। তারপর একটু কল্পনা করুন, আপনি যা যা পছন্দ করেন সেগুলোর উদ্ভাবক বা স্রষ্টা যদি এগুলো তৈরি না করতেন তাহলে এই বিশ্বের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত।**

# চিন্তা, কল্পনা, তৈরী

# এটি মেধা সম্পদ বিষয়ক আপনার নিজস্ব ভূবন


**For more information contact the World Intellectual Property Organization at:**

**Address:**
34, Chemin des Colombettes P.O. Box 18 CH-1211 Geneva 20 Switzerland

**Telephone:**
+41 22 338 91 11

**Fax:**
+41 22 733 54 28

**E-mail:**
wipo.mail@wipo.int

**Department of Patents, Designs and Trademarks, Ministry of Industries**

**Address:**
Shilpa Bhaban (5th Floor) 91, Motijheel C/A
Dhaka-1000, Bangladesh.

**Telephone:**
880-2-9560696 (Office)
880-2-8333337 (Res.)

**Fax:**
880-2-9556556

Website:
www.dpdt.gov.bd

**Copyright Office, Ministry of Cultural Affairs Bangladesh**

**Address:**
National Library Building (2nd Floor)
32, S. M. Morshed Sarani, Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka.

**Website:**
www.copyrightofficebd.com

**Phone:**
88-02-9119632

**Fax:**
88-02-8111384



WIPO Publication No.907 BD (Bengali) ISBN 978-92-805-1985-3